টেলিফোন ঃ ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট

সকলকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Regd. No. C 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত

(দাদাঠাকুর)

Wanted for Bahutali High School P. O. Bahutali, Dist. Murshidabad two graduate assistant teachers. Preference will be given to the unemployed local candidates. Apply to the Secretary on or before 20.8.72.

Secretary,
29. 7. 72 Bahutali High School

৫৯শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ১৭ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৭৯ সাল।
২রা আগষ্ট, ১৯৭২

নগদ মূল্য ঃ ১০ পয়সা
বার্ষিক ৪৲, সডাক ৫৲

আবহাওয়া অফিসে—বাস্তবে—লোকের মনে

আলিপুরের আবহাওয়া অফিস থেকে বলা হয়েছিল যে, এবারের বর্ষা ১লা জুন নাগাদ আশা করতে পারা যায়। চাষীরাও উৎফুল্ল হয়ে একটু সুযোগমত আমন ধানের বীজ ফেলল বীজতলায়। গতবারের বন্যার ক্ষয়ক্ষতি তারা যতটা পারে, সুবর্ষার (আসবে ভেবে) দরুণে তুলবে। জুন-জুলাই চলে গেছে। বীজতলার চারাগুলির বাল্য কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে আসি আসি ভাব। কিন্তু রুদ্ধ যৌবন তাদের আঁকুপাঁকু করছে স্বচ্ছন্দ স্থানাভাবে। অর্থাৎ আজ পর্য্যন্ত না নামল বর্ষা, না হল আমন ধান রোয়া।

পশ্চিমবঙ্গের চাষীকুল আকুল। ব্যাকুল জনসাধারণ। একি নিদারুণ অভিশাপ! একাত্তরের বন্যায় যে ক্ষতি, তারপরে বাহাত্তরে অনাবৃষ্টির দুর্গতি!

আকাশে জল নেই, ক্যানেলে জল নেই (তাদেরও সম্বল ত বৃষ্টি!), বিল-পুকুর শুকিয়ে রয়েছে। সেচ করে ধানচাষ হওয়ার উপায় আর কই? ঢক্কানিনাদিত গভীর নলকূপ বা অগভীর নলকূপ ছিটেফোঁটা আকারে কোথাও কাজ চালিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আজ পশ্চিমবঙ্গের ১২/১৪টি জেলাই ধূ ধূ মাঠ নিয়ে ধুঁকছে। জমির দিকে চাওয়া যায় না। যে মাঠ এতদিনে মুখর হয়ে উঠত চাষীর কর্মকোলাহলে, তা এখন নিস্তব্ধ।

বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে হচ্ছে আকাশের ওপর। প্রতিশ্রুতির সম্ভাবনা এনে দিলেও মেঘে-ঢাকা তারারা নির্বিবাদে আত্মপ্রকাশ করছে। বর্ষণ আকাশে নেই, আছে সকলের চোখে।

চালের দর হু হু করে বেড়ে গেছে। বাড়ছে প্রতিটি আনুষঙ্গিক দ্রব্যের দাম। তেল, চিনি যথাক্রমে কিলো প্রতি ছয় ও চার। মাছ ছেড়েই দিচ্ছি। বাংলাদেশের মাছ খাবে কি দিয়ে?

সরকারী কর্তাপ্রধানের কাছ থেকে শোনা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যের অভাব নেই। পেটে হাত দিলে এই বাণীতে আশ্চর্য হওয়ার কারণ দেখি না। এ সব কথা অশ্বক্ষুরাকৃতি টেবিলে স্বদেশী-বিদেশী সাংবাদিকদের বলা চলে।

এক চাষীকে অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় বললেন, "ফের বীজ ফেলতে হবে।" কিন্তু **'কি সাহসে আবার বা রোপিব যতনে / সে বীজ, যে বীজ ভুতে বিফল হইল!'** কেউ বলছেন, ধানের আশা গেল, কলাই বুনতে হবে।

এই দুর্যোগে হিন্দুরা নেমেছেন বুড়ো শিবের মাথায় জল ঢালতে, মুসলমানেরা খোলা মাঠে এস্‌তেস্‌কার নামাজ পড়তে। এই বিপদে আজ দুই সম্প্রদায় একই পথের পথিক—**"ঈশ্বর, জল দাও, আল্লা, পানী দে।"**

গংগা নদীর সর্ব্বনাশা ভাঙন সম্পর্কে

ফরাক্কা, ৩১শে জুলাই—বেশ কিছুদিন আগে ফরাক্কা ব্লকের রামরামপুর গ্রামের গংগা নদীর ভাঙন সম্পর্কে "জঙ্গিপুর সংবাদ"-এ একটা খবর প্রকাশিত হয়। এবং তাতে রামরামপুর গ্রামটিকে নদীর ভাঙন থেকে রক্ষা করার জন্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

বর্ত্তমানের খবরে জানা গেছে যে, গংগা নদীর জল এখন প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে এবং তার ফলে রামরামপুর গ্রাম থেকে অর্জ্জুনপুর পর্য্যন্ত মারাত্মকভাবে নদীর ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। ভাঙন প্রতিরোধের জন্যে যে ৩০ হাজার পাথর ফেলা হয়, তাতে কোনরকম কাজই হয়নি। ৯, ১০ ও ১১নং যে 'স্পার' (Spar) দেওয়া হয়েছিল—তা এখন নদীর গর্ভে বিলীন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গংগা নদীর ওপারে ব্যারেজের 'লেফ্‌ট ব্যাংক'-এর দিকে প্রায় ৫০টি গেট বন্ধ থাকায় এপারে 'রাইট ব্যাংক'-এর দিক দিয়ে জল ভীষণভাবে ধাক্কা দিচ্ছে। এবং তার জন্যেই এতো প্রচণ্ডভাবে ভাঙন চল্‌ছে বলেই স্থানীয় জনসাধারণের ধারণা।

এই ভাঙনের আশু প্রতিকার না হলে রামরামপুর গ্রামটি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলেই গ্রামবাসীরা আশংকা করছেন। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে গ্রামবাসীদের বিশেষ অনুরোধ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭৯ সাল

॥ চিতা ও রয়েল বেঙ্গল ॥

বাঘ একবার কাহাকেও স্নেহস্পর্শ করিলে অষ্টাদশ ক্ষত হয় বলিয়া একটি প্রবচন প্রচলিত আছে। অষ্টাদশ ক্ষত হউক বা না হউক, ব্যাঘ্র-কবলমুক্ত যে কেহ প্রচুর ক্ষত লইয়া ফিরিতে পারে যদি অবশ্য তাহার জোর বরাত থাকে। অধুনা নিয়ন্ত্রিত সিমেন্ট সংগ্রহের ব্যাপারটি এখানে এইরূপ অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাঁহার সিমেন্টের নিতান্ত প্রয়োজন, তিনি ঐরূপ অষ্টাদশ ক্ষত লইয়া ফিরিতেছেন। অবশ্য সিমেন্ট সংগ্রহের প্রথম পর্যায় অর্থাৎ সিমেন্ট ক্রয় করিবার অনুমতিপত্র পাওয়ার ব্যাপারে রাজায়-প্রজায় কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য রহিয়াছে।

সিমেন্ট-বিক্রেতারা যথেচ্ছ পয়সা আয় করিতে-ছিলেন। ইহার নিরসন কল্পে এখানে কিছুদিন হইতে সিমেন্ট বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য, বস্তাপিছু সিমেন্টের ন্যায্য দাম যেন ক্রেতারা দিতে পারেন। বিক্রেতার পর্ব্বত-প্রমাণ অর্থলোভ যেন সিমেন্টকে বস্তাপিছু বিশের ধাক্কায় না ফেলে। এই শ্রেণীর অতি মুনাফা পিপাসু চিতাকে নিরস্ত করিবার জন্য এবং ক্রেতাসাধারণের ক্ষত হ্রাস করিবার মহৎ প্রেরণায় সিমেন্ট বিক্রয়কে নিয়ন্ত্রিত করা হইল।

কিন্তু রয়েল বেঙ্গল পিছু লাগিয়া গেল। রয়েল বেঙ্গলের ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের কথা অবিদিত নাই। তাহার থাবাও যে সাংঘাতিক, সে কথা সকলেরই জানা। চিতারা হটিয়া গিয়াছে; কিন্তু রয়েল বেঙ্গলে ক্রেতাসাধারণকে ধরিয়াছে।

কিছু কিছু নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দেখান যায় যে, সিমেন্টক্রয়ের অনুমতিপত্র দানের ক্ষমতা পাইয়া অঞ্চল বিশেষের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের কর্মীদের পক্ষ হইতে সেই ক্ষমতাকে রয়েল বেঙ্গলের থাবার ন্যায় কিরূপে ব্যবহার করা হইতেছে।

আমরা যে কয়েকটি অনুমতিপত্র দেখিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় যে, অনুমতিপত্র কতদিন 'ভ্যালিড্' অর্থাৎ সচল থাকিবে তাহার ব্যাপারে সব-গুলিতে একই নীতি মানিয়া চলা হয় নাই। সেইজন্য গ্রাম বা শহরের সিমেন্ট ক্রেতাদের ভোগান্তির শেষ নাই। রঘুনাথগঞ্জের শ্রীদুলিচাঁদ আগরওয়ালা দশ বস্তা সিমেন্ট ক্রয়ের অনুমতি পাইলেন (Memo No. 4205/Scj cement/72 dt 12. 7. 72)। কিন্তু দেখা গেল যে, ওই 12. 7. 72 তারিখই সিমেন্ট সংগ্রহ করিবার শেষ দিন। দুলিচাঁদবাবু পারমিট পাইয়া হন্তদন্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কারণ সেদিন বুধবার ছিল। বেলা দেড়টায় দোকান বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সিমেন্ট প্রাপ্তির ব্যাপারটি জল পান করিতে গেলেই পাত্র জলশূন্য হইয়া যায়—সেই ট্যানটালাসের কাপের সামিল হইল।

অথচ জঙ্গিপুর বাবুবাজারস্থ শ্রীঅরুণকুমার ধর তাঁহার পারমিটে ৪৫ বস্তা সিমেন্ট পাইয়াছেন (Memo No. 4358/Scj/cement/72 dt 20. 7. 72) আট দিন সময়ের ভ্যালিডিটিতে এবং জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দশ বস্তা মিলিয়াছে সাত দিনের সময়-সীমায়। সুতরাং কেহ থাবা এড়াইতে পারিলেন, কেহ পারিলেন না। বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের ক্রেতাদের পারমিটে যদি সময় দেওয়ার ব্যাপারটি বৈষম্যমূলক হয়, তবে পর্দ্দার আড়ালে অনেক কিছু ঘটিবার গন্ধ ত অনেকেই পাইতে পারেন। ইহার নির্গলিতার্থ—চিতার থাবা হইতে রেহাই পাইলেও রয়েল বেঙ্গল ছাড়িলেন না। আর তাহা ছাড়া এই ভাবে চিতায়—রয়েল বেঙ্গলে এমন বোঝাপড়া আসা অসম্ভব নয়, যাহাতে চিতা তাহার তীক্ষ্ণদন্ত স্ফুটনের মওকা পায়।

জঙ্গিপুর পৌরসভা এলাকার সিমেন্ট ক্রেতার কোন কোন পারমিটে ওয়ার্ড নং দেখান হয় নাই। রঘুনাথগঞ্জের শ্রীপাঁচকড়ি দাস (ওয়ার্ড নং ৪) তাঁহার অনুমতিপত্রে (Memo No. 4041/Scj/cement/72 dated 5. 7. 72) ২০ বস্তা সিমেন্ট পাইয়াছেন। অবশ্য তাঁহার পত্নী শ্রীমতী মীরা দাসের নামেও ৪০ বস্তা সিমেন্ট ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে (Memo No. 4039/Scj/cement/72 dated 5. 7. 72)। তাঁহার পারমিটে ওয়ার্ড নং নাই। ইহারই বা রহস্য কি?

আমরা খবর পাইয়াছি যে, একই ব্যক্তি বিভিন্ন লোকের নাম দিয়া সিমেন্টের পারমিট লইয়া নিজ প্রয়োজন মিটাইতেছেন। কিন্তু বিভাগীয় কর্ম্মচারীর সরজমিনে তদন্তসাপেক্ষে পারমিট মঞ্জুর হওয়ার রীতি থাকা উচিত। এবারে কি সেই রীতি বদলাইয়াছে? যদি তাই হয়, তবে ত সোনায় সোহাগা। সুযোগ-সন্ধানীদের সুযোগ দান করিয়া সরবরাহ দপ্তর ধন্যবাদার্হ হইবেন। ইহাও শুনা যাইতেছে যে, সব সময় দরখাস্ত পেশ করার তারিখ হিসাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না। এক মাস আগে দরখাস্ত করিয়া পারমিট পাওয়া যায় না আবার কেহ ৪।৫ দিনের মধ্যেই পারমিট পাইতেছেন। আমরা এতটা বিশ্বাস করিতে পারি না।

পারমিটদাতা এবং সিমেন্ট-বিক্রেতার মধ্যে সিমেন্টেড্ সলিডারিটি থাকিলেই বিপদ। তাহা হইলে রয়েল বেঙ্গলে আর চিতা একাত্ম-মিতা হইয়া বহাল তবিয়তে ক্রেতার উপর ভোজ লাগাইবে।

শুনিতেছি, কোন বিক্রেতার মজুত সিমেন্ট বিক্রেতার পক্ষ হইতে রিপোর্ট দাখিলের ২০ দিনের মধ্যে পারমিট মাধ্যমে নিঃশেষিত না হইলে উক্ত বিক্রেতা তাহা খোলা বাজারে বিক্রয় করিতে পারিবেন। সুতরাং পারমিটের ভ্যালিডিটি প্রভৃতির দ্বারা সিমেন্ট নিঃশেষ হইল দেখান গেলে অথবা আর কোন উপায়ে ২০ দিন পার করিয়া দিতে পারিলে চিতারা রয়েল বেঙ্গলের মহাপ্রসাদ পাইতে পারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ কি?

হাসপাতাল-সংবাদ

ফরাক্কা, ২৮শে জুলাই—ফরাক্কা ব্লকের সবেধন নীলমণি একটিই রাজ্য সরকারী উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র—যেটা অর্জুনপুর গ্রামে অবস্থিত। সেই উপ-স্বাস্থ্য-কেন্দ্রটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র হওয়ার জন্যে সম্প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে 'সম্মতিপত্র' (approval) পেয়েছে। এ এলাকায় কোন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র না থাকার জন্যে জনসাধারণ যে অভাব বোধ করতেন, তার কিছুটা সুরাহা হবে বলে স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস।

কম কথায়

সাগরদীঘি, ৩১শে জুলাই—বিগত ১৯৬৯ সালের প্রথমার্ধে গ্রাম আলোকীকরণ প্রকল্পে পোপাড়া পূর্ব্ব এবং পশ্চিম গ্রামসভা আলোকীকরণের ব্যবস্থা করা হয় এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে ল্যাম্প পোষ্ট বসানো হয়। প্রথম দিকে কয়েক মাস নিয়মিতভাবে আলো জ্বালার পর ক্রমশই ল্যাম্প এবং খুঁটিগুলো অদৃশ্য হতে থাকে এবং বর্ত্তমানে সেগুলো একেবারে নাই বল্লেই চলে। জনসাধারণ ল্যাম্প পোষ্টগুলির রহস্যজনক অন্তর্দ্ধানে বিস্ময়বোধ করছেন। মাননীয় অঞ্চল প্রধান মহাশয় এগুলোর কোন হদিস দিতে পারেন ?

* * *

সাগরদীঘি ব্লকের রাঢ় এলাকায় কৃষিঋণ বাবদ শতকরা ৫০ ভাগ সার এবং ৫০ ভাগ নগদ টাকা, বাগড়ী এলাকায় শতকরা ১০০ ভাগ নগদ টাকা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার ব্লককে সারকুলার দিয়েছেন। কিন্তু তবুও বাগড়ী এলাকার ঋণগ্রহীতাকে কৃষিঋণ বাবদ পুরো টাকার পরিবর্ত্তে অর্দ্ধেক সার এবং অর্দ্ধেক টাকা নিতে ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসার নাকি বাধ্য করছেন বলে অনেকের কাছ থেকে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

চারজন ডাকাত গ্রেপ্তার

সাগরদীঘি—২৮শে জুলাই—সাগরদীঘি পুলিশ গত ২৫শে জুলাই গভীর রাত্রে অতর্কিতে হানা দিয়ে বয়াড় গ্রামের একটি পুকুরের পার থেকে ৩ জন ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেন এবং গতকাল এ, এস, আই নজরুল ইসলাম রঘুনাথগঞ্জের ফুলতলার মোড় থেকে আবু সেখ নামে অপর একজন কুখ্যাত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করেন।

গ্রেপ্তারের বিবরণে জানা গেল যে গত মঙ্গলবার রাত্রে বয়াড় স্কুলের পাশে 'আদরা' পুকুরের ধারে সেরাজ সেখ, রহিম সেখ এবং মুস্তাকিম সেখকে ঘুমন্ত অবস্থায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেন এবং হরহরি গ্রামে সেরাজের শ্বশুরবাড়ী থেকে গত সপ্তাহে সনকাডাঙ্গায় ডাকাতির কিছু জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়। পুলিশ আরও চারজন কুখ্যাত ডাকাতের খোঁজ করছেন।

কন্যার মৃত্যুশোকে পিতাও মারা গেলেন

ফরাক্কা, ৩১শে জুলাই—গত ২৬শে জুলাই বেনিয়াগ্রামের মোবুল হক নামে জনৈক ব্যক্তির পাঁচ বছর বয়সের মেয়ে রুমান খাতুন সাপের কামড়ে রাত প্রায় ১০ টায় মারা গেছে। মেয়ের মৃত্যুশোক সহ্য করতে না পেরে মোবুল হকও হৃদ্‌ক্রিয়া বন্ধ হয়ে পরদিন মারা যান।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, মোবুল হক তাঁর মেয়ে রুমানকে নিয়ে ঘরের বারান্দায় চৌকির উপর শুয়েছিলেন। রাত প্রায় সাড়ে নটার সময় মেয়েটি চীৎকার করে কেঁদে ওঠে। মোবুল হক জেগে ওঠেন এবং টর্চ লাইট জ্বেলে একটা বিষধর সাপকে পালিয়ে যেতে দেখেন। সাপটাকে সংগে সংগে মারা হয়, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি মারা যায়। মোবুল হক শোকে অজ্ঞান হয়ে যান এবং তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকাল প্রায় ৮ টার সময় ফরাক্কা হাসপাতাল থেকে ফেরার সময় বেনিয়াগ্রাম সিনেমা হলের কাছে মোবুল হক মারা যান।

শিক্ষণ শিবির

ফরাক্কা, ৩১শে জুলাই—ফরাক্কা ব্লকের পরিবার ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৫ই জুলাই থেকে ২৯শে জুলাই পর্যন্ত দীর্ঘ ১৫ দিন ধরে স্থানীয় মহিলাদের নিয়ে বিন্দুগ্রামে এক শিক্ষণ-শিবির অনুষ্ঠিত হয়। পরিবার ও শিশুদের সুন্দর ও উন্নতভাবে গড়ে তোলার জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে মহিলাদের এই শিবিরে শিক্ষা দেওয়া হয়। বেশ সাফল্যের সঙ্গে শিবিরটি পরিচালনার জন্যে মুখ্যসেবিকা শ্রীমতী দীপালী রায়ের কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, পরিবার ও শিশুকল্যাণ শিবিরে পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা, মাতৃ-মঙ্গল ও শিশু-কল্যাণ বিষয়ক যে কর্মসূচী রাখা হয়, তাতে অংশ গ্রহণ করেন জেলা পরিবার পরিকল্পনা আধিকারিক শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ, জেলা সম্প্রসারণ প্রশিক্ষক শ্রীসৌরীন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী প্রীতিশ্রী গুহ রায় এবং ব্লক সম্প্রসারণ প্রশিক্ষক সৈয়দ খালেদ নৌমান এবং এ্যাসিষ্টাণ্ট কম্পিউটার দেবশ্রী দত্ত প্রভৃতি। স্থানীয় ছেলেমেয়েদের বিনামূল্যে ট্রিপ্‌ল্ এ্যান্টিজেন ইঞ্জেকশন, ভিটামিন 'এ' সলিউশন এবং ফলিক্ এ্যাসিড ট্যাবলেট দেওয়া হয়।

২৯শে জুলাই জেলা পরিবার পরিকল্পনা ব্যুরোর 'মোবাইল ইউনিট' দ্বারা অর্জ্জুনপুর পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রের উদ্যোগে এই শিক্ষণ-শিবিরে স্থানীয় মহিলাদের 'লুপ' দেওয়া হয়।

চুরি-ডাকাতি

ফরাক্কা, ২৮শে জুলাই—গত ২৭শে জুলাই বল্লালপুর হল্ট ষ্টেশনের কাছে নিয়াজুদ্দিন ও ফরিজুদ্দিন সেখের কাপড়ের দোকানে চুরি হয়ে গেছে।

খবরে প্রকাশ, রাত প্রায় ১টার সময় লাঠি অস্ত্রশস্ত্র এবং বোমা নিয়ে একদল ডাকাত কাপড়ের দোকানে হানা দেয়। দোকানদার ও আরো দু-একজনকে মারধোর করে ডাকাতদল কয়েক শো টাকার কাপড় নিয়ে পালিয়ে যায়। ডাকাতদের মধ্যে কাউকে চেনা যায় নি।

মির্জাপুর গার্লস জুনিয়র হাই স্কুলের (অনুমোদিত নহে) জন্য একজন B. Sc শিক্ষিকা আবশ্যক। ১৬।৮।৭২ তারিখের মধ্যে সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন।

সম্পাদক,
মির্জাপুর গার্লস জুনিয়র হাই স্কুল
১।৮।৭২ মির্জাপুর, পোঃ গনকর, জেলা মুর্শিদাবাদ

মোঘলমারী সাঁকো যানবাহন চলাচলের অযোগ্য

মুর্শিদাবাদ কন্‌ষ্ট্রাকসন ডিভিশনের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার জানাচ্ছেন—রঘুনাথগঞ্জ, সাগরদীঘি, মনিগ্রাম রাস্তার উপর মোঘলমারী সাঁকোর কিছুটা অংশ মাটিতে বসে যাওয়ায় ভারী যানবাহন চলাচলে সাঁকোটি অযোগ্য হয়ে পড়েছে। সাঁকোটির সংস্কারকল্পে গত ২০।৭।৭২ হতে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য উক্ত সাঁকোর উপর দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

নাবালিকা অপহরণের দায়ে

কাশিমনগর, ১লা আগষ্ট—কয়েকদিন আগে সুতী থানার হারোয়া গ্রামের ফকরুল হোসেনের নাবালিকা স্ত্রী লুৎফান্নেশাকে ফুসলিয়ে নিয়ে যাবার অভিযোগে তারই পিসতুতো ভাই সাজাহান সেখ ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩/৩৬৬ ধারা মতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

অনেক অনুসন্ধানের পর উক্ত লুৎফান্নেশা ও সাজাহানকে পুলিশ বহরমপুর হতে উদ্ধার করে। উভয়েই জেল হাজতে আছে।

দুই দলে সংঘর্ষ, একজন নিহত

কাশিমনগর, ২৮শে জুলাই—গত ২৪শে জুলাই সুতী থানার কদমতলা ও জমা গ্রামের গ্রামবাসীদের মধ্যে মাঠে জাগালদারীকে কেন্দ্র করে এক সংঘর্ষের ফলে কদমতলা গ্রামের ফকিরচন্দ্র দাস (৪৪) ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ ব্যাপারে পুলিশ জমা গ্রামের গোবিন্দচন্দ্র দাসকে গ্রেপ্তার করেছে।

* * * *

ফরাক্কা, ১লা আগষ্ট—গত ২৮শে জুলাই দামোদরপুরের কয়েকজন গ্রামবাসীর সঙ্গে বাগডাবরা গ্রামের গোয়ালাদের মধ্যে গরু খোঁয়াড়ে দেয়া নিয়ে এক সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়। ফলে দামোদরপুর গ্রামের সিদ্দিক হোসেন গোয়ালাদের হাতে গুরুতররূপে জখম হয় ও পরে সে মারা যায়।

অখাদ্য আটা আটক

গত ২৯শে জুলাই রঘুনাথগঞ্জ থানার জামুয়ার অঞ্চলের মণ্ডলপুর গ্রামের দু'জন ব্যবসায়ীর অখাদ্য পচা আটা স্থানীয় যুব-কংগ্রেস কর্মীদের সাহায্যে স্যানিটারী ইন্সপেক্টর আটক করেন। প্রকাশ, কিছুদিন আগে শহরের জনৈক ব্যবসায়ীর কাছ হ'তে এক ট্রাক আটা জামুয়ার অঞ্চলের অনেক দোকানে বিক্রী হয়। এই আটা খেয়ে মণ্ডলপুর গ্রামের দু'জনের কলেরা ও ব্যাপক পেটের অসুখ আরম্ভ হয়। যুব-কংগ্রেসের কর্মীরা এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে স্যানিটারী ইন্সপেক্টর মণ্ডলপুর গ্রামের লোহারাম দত্ত ও রাজকুমার ঘোষ নামে দু'জন ব্যবসায়ীর দোকান হ'তে ২৩ বস্তা পচা আটা আটক করেন।

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই আগষ্ট, ১৯৭২

৪/৭০ মনি ডিঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার পক্ষে কালেক্টর অফ মুর্শিদাবাদ দেঃ বুদন বিবি দিং দাবি ১৩২·৭৫ পঃ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে তেঘরী ১·৫০ পঃ জমার অন্তর্গত ৯ শতক মধ্যে ৪½ শতক রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব আঃ ১০০৲ খং নং ১৩৫১

বোমা-কার্তুজসহ একজন গ্রেপ্তার

গত ১লা আগষ্ট রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ থানার বাড়ালা গ্রামে মারফত সেখের বাড়ীতে অচেনা লোকের আনাগোনা দেখে সন্দেহবশতঃ কয়েকজন গ্রামবাসী থানায় খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কয়েকজন গ্রামবাসীর সাহায্যে মারফতের বাড়ী তল্লাসী করে তিন রাউণ্ড কার্তুজ ও একটি তাজা বোমা উদ্ধার করে এবং হারুণ সেখ নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু মারফত সেখকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেনি বলে প্রকাশ।

খোকার জন্মের পর...

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে, দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

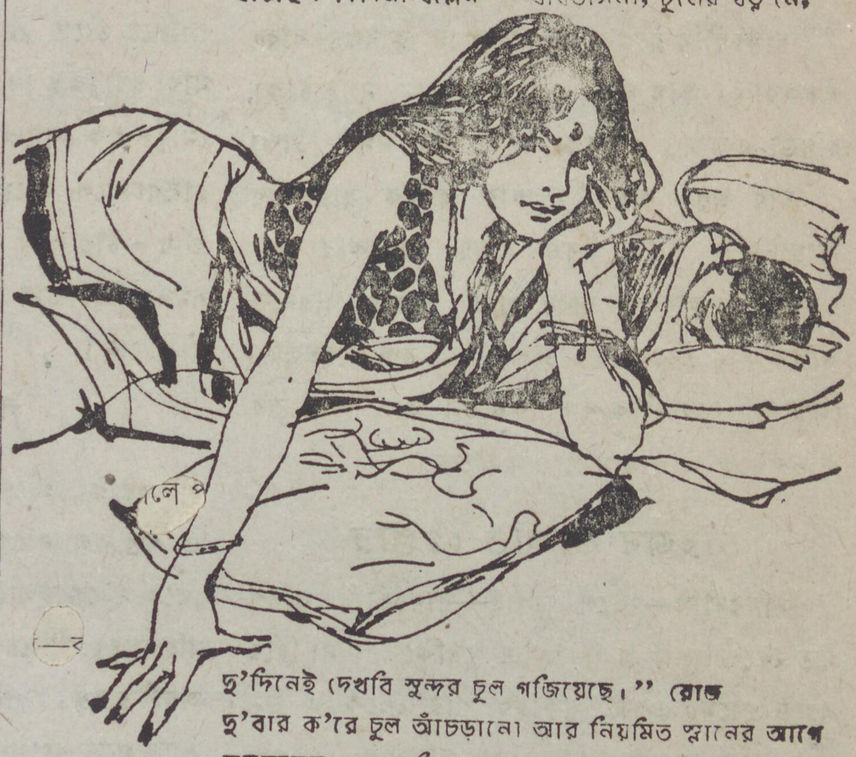

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস • কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84B

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।